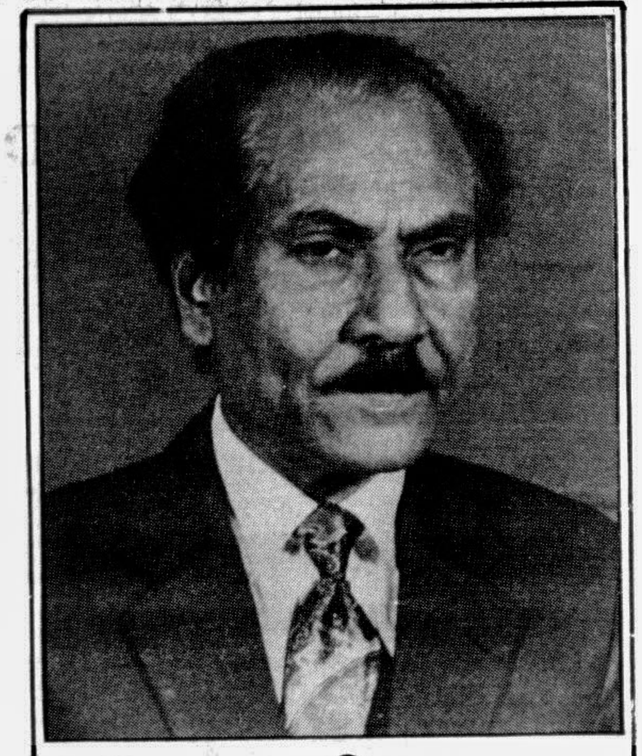

বৃক্ষরোপন অভিযান '৯৭

গাছই জীবন

বন অধিদপ্তর
পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

The Daily Star · *Special Supplement June 17, 1997* · অঙ্গসজ্জা ও পরিকল্পনায়ঃ ধারা এ্যাড

বাণী

পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষার জন্য বৃক্ষরোপণ একটি গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ। প্রতি বছরের ন্যায় এবারও তিন মাস ব্যাপী জাতীয় বৃক্ষরোপণ অভিযান শুরু করার উদ্যোগকে আমি স্বাগত জানাই।

দেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের সঙ্গে সঙ্গে পরিবেশের অবনতি রোধ করার ক্ষেত্রে বৃক্ষ রোপণের গুরুত্ব অপরিসীম। বৃক্ষ শুধু প্রাকৃতিক সৌন্দর্যই বৃদ্ধি করে না, পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষার সঙ্গে সঙ্গে তা দেশের সম্পদ বৃদ্ধিতেও উল্লেখযোগ্য অবদান রাখে। পতিত জমি, বাধ ও রাস্তার দু'পাশে ব্যাপকভাবে বৃক্ষ রোপণের সঙ্গে সঙ্গে তা পরিচর্যারও উপযুক্ত ব্যবস্থা নিতে হবে। দেশের ভূমিহীন পরিবার, দুস্থ ও বিধবা মহিলা এবং বেকার যুবকদের সামাজিক বনায়ণ কর্মসূচীতে সম্পৃক্ত করে এই অভিযানকে সফল করা সম্ভব বলে আমি মনে করি।

আমি বৃক্ষরোপণ অভিযানের সার্বিক সাফল্য কামনা করি।

বিচারপতি সাহাবুদ্দীন আহমদ
রাষ্ট্রপতি
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ

বাংলাদেশের সামাজিক বনায়ণ কর্মসূচী

এস.এম. জলিল
উপ-প্রধান বন সংরক্ষক

সমাজ উন্নয়নে বন ও বনজ দ্রব্যাদির ভূমিকা অনস্বীকার্য। দৃশ্য ও অদৃশ্য দু'ধরনের উপকার বনের মাধ্যমে আমরা পেয়ে থাকি। এ কথা আজকাল কারো অজানা নয় যে, পরিবেশগত ভারসাম্য ও আবহাওয়ার সঠিক সামঞ্জস্য রক্ষাকল্পে বন তথা গাছ-পালার অবদান অপরিমেয়। বন মানব জীবনের নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি যথা খাদ্য, বস্ত্র, বাসস্থান এ তিনটি মৌলিক প্রয়োজন মিটাতে বহুলাংশে সহায়তা করে। এ ছাড়া জ্বালানি ওষুধ পন্য, পশুখাদ্য ও বিভিন্ন কলকারখানার কাঁচামাল আমরা এ বন হতে পেয়ে থাকি। সামাজিক বনায়ণ বন ব্যবস্থাপনার একটি নতুন শাখা বা সরকার এবং জনসাধারণের যৌথ উদ্যোগে পরিচালিত হয়ে সমাজ উন্নয়নে ও বন উন্নয়নে সহায়তা করে। গ্রামীণ সমাজের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নকল্পে গতানুগতিক বনভূমির বাইরে যে বন কার্যপ্রণালী পরিচালিত হয় সাধারণভাবে তাকে সামাজিক বনায়ণ নামে অভিহিত করা যায়। বিভিন্ন বনবিজ্ঞানী ও গবেষকদের মতে, যে বন ব্যবস্থাপনা জনমানুষের জন্যে জনমানুষের দ্বারা পরিচালিত হয় এবং গ্রামীণ জনগণই এর দ্রব্যাদি ও সেবার সুফল ভোগ করে তাই সামাজিক বনায়ণ। প্রকৃতপক্ষে এটাকে সাধারণ মানুষের আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন কর্মসূচী হিসাবে গণ্য করা যায়। সামাজিক বনায়ণ এমন একটি ভূমি ব্যবহারের কারিগরি-আর্থ-সামাজিক প্রক্রিয়া যা বর্তমান বিশ্বে তথা তৃতীয় বিশ্বের দেশসমূহে অপরিসীম গুরুত্ব সহকারে আবির্ভূত হয়েছে। জাতিসংঘের খাদ্য ও কৃষি সংস্থা সামাজিক বনায়ণের সংজ্ঞা দিতে গিয়ে বলেছে, "Any situation which intimatly involves local people in a forest activity; A set of interconnected actions and worksexecuted primarily by local community residents to improve their own welfare"

গ্রামীণ জনসাধারণের ও ব্যক্তিগত কল্যাণ সাধনের নিমিত্তেই এ সামাজিক বনায়ণের উদ্ভাবন ঘটেছে। এটাকে বনসংরক্ষণ ও সমাজ উন্নয়নের মৌলিক নির্দেশনারূপে গণনা করা যায়, কারণ এটা স্বতঃসিদ্ধ সত্য যে এ প্রক্রিয়াতে গ্রামীণ জনসাধারণ বন পরিবেশে পরস্পরের কল্যাণে সহাবস্থান করে। সামাজিক বনায়ণের সব চেয়ে বড় দিক হলো এটা ক্ষয়প্রাপ্ত বনভূমির পূনর্গঠনে সহায়তা করে এবং অন্যান্য প্রাকৃতিক সম্পদের উপর চাপ কমায়। এ পদ্ধতিতে সরকারী ভূমিতে স্থানীয় জনসাধারণের অংশ গ্রহণের মাধ্যমে বৃক্ষরাজি রোপণ করা হয়। জনসাধারণ বৃক্ষ রোপণ ও রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্ব পালন করে এবং সরকারী সংস্থা এক্ষেত্রে অনুঘটক হিসাবে কাজ করে। সামাজিক বনায়ণ প্রক্রিয়া এমনভাবেই পরিচালিত হয় যে, গ্রামীণ জনগণের জ্বালানি, খাদ্য, পশুখাদ্য ও কাঠের প্রয়োজনীয়তা পূরণে সক্ষম হতে পারে। স্থায়ী কর্মসংস্থান ও আয়ের নিশ্চয়তা প্রদান করতে পারে। গ্রামীণ সমাজ ও প্রতিষ্ঠান দৃঢ় ও সবল করে তাদেরকে স্বনির্ভর করে গড়ে তুলতে পারে এবং পরিবেশগত অবক্ষয় কমিয়ে স্থানীয় ভূমিকে উৎপাদনক্ষম রাখতে সক্ষম হয়।

ক্রমবর্ধমান জনসংখ্যার চাপ, সম্পদের বৃদ্ধি এবং বনজ সম্পদের সৃষ্টির প্রয়োজনে ভূমির অপ্রতুলতা একটি প্রকট সমস্যা। এই সমস্যা শুধু বাংলাদেশেই বিদ্যমান নহে, এশিয়া প্রশান্ত মহাসাগরীয় বহু উন্নয়নশীল দেশেই এই সমস্যা বিরাজমান। খাদ্য বস্ত্র বাসস্থানের নুন্যতম চাহিদা মিটাতে বাংলাদেশে বনভূমিকে ব্যবহার করায় দিনে দিনে বনভূমি সংকুচিত হয়ে আসছে। ফলে একদিকে সম্পদের উৎপাদন হ্রাস পাচ্ছে অন্যদিকে বর্ধিষ্ণু জনসংখ্যার চাহিদা বেড়েই চলছে। ঘাটতির পরিমাণ এত বৃদ্ধি পাচ্ছে যে জনসাধারণ নির্বিচারে বৃক্ষ কর্তন করে চাহিদার কিয়দাংশ মিটানোর চেষ্টা চালাচ্ছে কিন্তু এতে ঘাটতির পরিমাণ দিনে দিনে বৃদ্ধিই পাচ্ছে। এই সমস্যা মোকাবেলায় ভারত, নেপাল, থাইল্যান্ড, শ্রীলংকা, ইন্দোনেশিয়া, ফিলিপাইনে ব্যাপক সামাজিক বনায়ণ বা কমিউনিটি ফরেষ্ট্রী শীর্ষক প্রকল্প বাস্তবায়ন করে আসছেন। এই প্রকল্পে অবক্ষয়িত বনভূমি ও প্রান্তিক ভূমি অগ্রাধিকার ভিত্তিতে ব্যবহৃত হয়ে থাকে এবং স্থানীয় দুস্থ জনসাধারণকে অগ্রাধিকারের ভিত্তিতে সম্পৃক্ত করা হয়। এই প্রকল্পে সম্পদ সৃষ্টির সংগে স্থানীয় জনগণের কর্মসংস্থান ও অর্থ আয়ের পথ প্রসস্তকরণ, প্রযুক্তি প্রয়োগের মাধ্যমে উৎপাদনের মান ও পরিমাণ বৃদ্ধিকরণ এবং প্রাকৃতিক ও আর্থ-সামাজিক পরিবেশের ভারসাম্য উন্নয়ন ও সংরক্ষণ এবং সর্বপরি টিকসই উৎপাদন নিশ্চিতকরণ অন্যতম লক্ষ্য। বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে এই ধরনের প্রকল্প বাস্তবায়নে জনগণকে সরকারী বা বেসরকারী সংস্থার সংগে নিবিড় সম্পর্ক গড়তে সহায়ক এবং জনগণের সক্রিয় অংশ গ্রহণের মাধ্যমে প্রকল্পের সাফল্যের পথ সুগম করে। এই ধ্যান ধারণা নিয়েই বাংলাদেশে কমিউনিটি ফরেষ্ট্রী প্রকল্পের প্রক্রিয়াকরণ শুরু হয়েছিল সত্তর দশকের শেষ দিকে।

বাংলাদেশের বৃক্ষ সম্পদ বৃদ্ধি ও পরিবেশের উন্নয়নের পাশাপাশি গ্রামীণ দরিদ্র জনগোষ্ঠির আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে কমিউনিটি ফরেষ্ট্রী প্রকল্পের ভূমিকা অতি গুরুত্বপূর্ণ। দেশের জনসংখ্যার এক বৃহদাংশ দারিদ্র সীমার নীচে বাস করে এবং অধিকাংশই ভূমিহীন কৃষক। কিন্তু আজ বহু ভূমিহীন কৃষক শ্রেণীর কর্মসংস্থান সীমিত, ফলে কর্মের অভাবে তাদের এক বিরাট অংশ অসহায়, অভাব অনটনে দিশেহারা। কমিউনিটি ফরেষ্ট্রী এমনি একটি পরিস্থিতিতে দুঃস্থ জনগণের কর্মসংস্থানের ধ্যান-ধারণা নিয়ে আত্ম প্রকাশ করেছিল ১৯৮১-৮২ সনে। অবশ্য সত্তর দশকের শেষের দিকে গ্রামীণ জনগোষ্ঠির অন্ন, বস্ত্র, বাসস্থানের নুন্যতম চাহিদা মিটানোর প্রয়াসে সরকার প্রান্তিক ভূমিতে তথা সড়ক, রেলপথ, বাঁধের ধারের খালের পাড়ে বৃক্ষরোপনের মাধ্যমে সম্পদ সৃষ্টির দিক নির্দেশনা দেন। সে লক্ষ্যে ১৯৭৯-৮০ সন হতে বৃহত্তর যশোর, কুষ্টিয়া এবং রাজশাহী বিভাগের সকল জেলা যথা-রাজশাহী, দিনাজপুর, রংপুর, পাবনা ও বগুড়া জেলা সমূহে এই প্রকল্পের প্রক্রিয়াকরণ শুরু হয়।

১৫ এর পাতায় দেখুন

বাণী

বৃক্ষ অত্যন্ত মূল্যবান প্রাকৃতিক সম্পদ। এই সম্পদকে কাজে লাগিয়ে পরিবেশ সংরক্ষণ ও উন্নয়নের পাশাপাশি কর্মসংস্থান, দারিদ্র্য বিমোচন ও দেশের অর্থনীতিকে মজবুত করা যায়।

আমরা গভীর উদ্বেগের সাথে লক্ষ্য করছি যে যান্ত্রিক সভ্যতার বিকাশের ফলে গাছপালা, বনভূমি, বন্যপ্রাণী, ভেষজ উদ্ভিদ ও বন-জংগল ক্রমশঃ হ্রাস পাচ্ছে। কৃষি জমি উজাড় করে বিস্তৃত হচ্ছে শিল্প-সভ্যতা। ফলে, প্রকৃতিতে সবুজের সমারোহই শুধু কমে আসছে না, হুমকি আসছে আমাদের জীবন ও সম্পদের ওপরও। বৃক্ষরোপণের মাধ্যমে গ্রীণহাউজ প্রতিক্রিয়া ও মরুকরণ রোধ, জীববৈচিত্র সংরক্ষণ ও বনজ সম্পদ বৃদ্ধি ও উন্নয়নের জন্য আমাদের এখন মনযোগী হতে হবে।

আমাদের সরকার বৃক্ষরোপণকে একটি গুরুত্বপূর্ণ সামাজিক উন্নয়ন কর্মসূচী হিসেবে গ্রহণ করেছে। আমরা আশা করি, বৃক্ষরোপণ সামাজিক আন্দোলনে পরিণত হবে এবং দেশ বৃক্ষসম্পদ ও জীববৈচিত্র্যে ভরে উঠবে, বন্যপ্রাণী ফিরে পাবে তাদের আবাসস্থল এবং পূরণ হবে আমাদের শিল্পের কাঁচামাল ও ফলমূলের চাহিদা। বনভূমি, বাড়ির অঙ্গন-আঙ্গিনা, পতিত জমি, রেল লাইন, বাঁধ ও সড়কের ধার, উপকূল, সমুদ্রতট, চরাঞ্চল, ক্ষেতের আইল ও সর্বত্র আমাদের গাছ লাগাতে হবে।

বৃক্ষরোপণে সরকারের পাশাপাশি আপামর জনগণের স্বতঃস্ফূর্ত অংশগ্রহণ একান্ত প্রয়োজন। প্রত্যেককে আপন আঙ্গিনায় গাছ লাগিয়ে এবং তা পরিচর্যার মাধ্যমে ফলবান বৃক্ষে পরিণত করে তুলতে হবে। আমি সকল সরকারী ও বেসরকারী সংস্থাকে বৃক্ষরোপণের উদ্যোগ গ্রহণ করতে আহ্বান জানাই।

আসুন উন্নতমানের রোগমুক্ত ও অধিক ফলনশীল একটি করে বনজ ও ফলজ গাছ লাগিয়ে বৃক্ষরোপণ অভিযান '৯৭ সার্থক ও সফল করে তুলি।

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু
বাংলাদেশ চিরজীবী হোক

শেখ হাসিনা
প্রধানমন্ত্রী
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

বাণী

আমাদের স্বপ্ন সমৃদ্ধ সবুজ এক বাংলাদেশ । এ জন্যে চাই দেশে সবুজের বিপুল সমারোহ। কিন্তু বাস্তব পরিস্থিতি ভিন্নতর-দেশে বর্তমানে বৃক্ষ সম্পদের পরিমাণ প্রয়োজনের তুলনায় অনেক কম। এক সময় ছিল যখন বাংলাদেশ ধন ধান্যে পুষ্পে ভরা আর আদিগন্ত সবুজে সুশোভিত সুন্দর এক দেশ হিসেবে সমাদৃত ছিল। বিশেষতঃ ঢাকা শহরকে বলা হতো কৃষ্ণচূড়ার শহর । কিন্তু এখন এই শহর হয়ে পড়েছে প্রায় বৃক্ষশূণ্য। সারাদেশের পরিস্থিতিও একইরূপ। একদিকে মানুষ বাড়ছে আর নির্বিচারে ধ্বংস হচ্ছে গাছ-গাছালি। ফলে প্রাকৃতিক ভারসাম্য নষ্ট হচ্ছে-পরিবেশ হচ্ছে দূষিত। আমরা শিকার হচ্ছি ক্ষুধা, দারিদ্র, রোগ-ব্যাধি, বন্যা, ঝড়-জলোচ্ছ্বাসের মতো নানাবিধ আর্থ-সামাজিক, স্বাস্থ্যগত ও প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের। এতে বাধাগ্রস্ত হচ্ছে আমাদের অর্থনৈতিক মুক্তির স্বপ্ন। এ অবস্থা থেকে পরিত্রাণ পেতে হলে সবাই মিলে বাড়াতে হবে বৃক্ষ সম্পদ -এর কোন বিকল্প নেই।

বর্তমান গণতান্ত্রিক সরকার বৃক্ষরোপণ ও বনায়ন কর্মসূচিকে একটি চলমান ও স্বতঃস্ফূর্ত সামাজিক আন্দোলনে পরিণত করতে সংকল্পবদ্ধ। এ লক্ষ্যেই শুরু হয়েছে তিনমাস ব্যাপী বৃক্ষরোপণ অভিযান। পুরস্কৃত করা হচ্ছে বৃক্ষরোপণে অনন্য কৃতিত্ব প্রদর্শনকারী ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানকে।

সরকারের এই কর্মসূচী ও উদ্যোগের সাফল্য নির্ভর করে জনগণের সর্বাত্মক সহযোগিতা ও অংশগ্রহণের উপর। আমি আশাকরি সবাই এ বৃক্ষরোপণ অভিযানে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করবেন এবং ফলজ ও বনজ গাছ লাগিয়ে ক্ষুধা ও দারিদ্রমুক্ত সবুজ বাংলাদেশ গড়ার ক্ষেত্রে বলিষ্ঠ অবদান রাখবেন।

আমি বৃক্ষরোপণে প্রধানমন্ত্রীর জাতীয় পুরস্কার প্রাপ্তদের অভিনন্দন জানাই এবং বৃক্ষরোপণ অভিযান '৯৭-এর সাফল্য কামনা করি।

জয়বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু
বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।

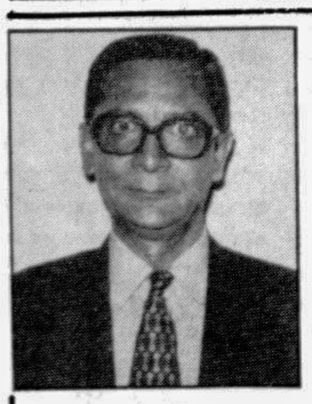

সৈয়দা সাজেদা চৌধুরী
মন্ত্রী
পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

বাণী

বৃক্ষ এমন একটি প্রাকৃতিক সম্পদ যা আমাদের জীবন ও জীবিকার জন্য একান্ত প্রয়োজন। বৃক্ষ সম্পদ দেশের অর্থনীতির ভিত মজবুত করতে অগ্রণী ভূমিকা রাখতে পারে । তাছাড়া পরিবেশ সংরক্ষণ ও উন্নয়ন, দারিদ্র বিমোচন এবং কর্মসংস্থান সৃষ্টির জন্য বলিষ্ঠ ভূমিকা রাখে। তাই আমাদেরকে বেশি করে গাছ লাগিয়ে তা যত্ন করে বড় করতে হবে।

জনসাধারণের কাঠ, জ্বালানীকাঠ, খুঁটি, পশুখাদ্য, কুঠির শিল্পের কাঁচামাল ও বিবিধ নির্মাণ সামগ্রীর কাঠের ক্রমবর্ধমান চাহিদা পূরণের লক্ষ্যে সরকার গণপর্যায়ে বৃক্ষরোপণ ও সামাজিক বনায়ণ কর্মসূচিকে অগ্রাধিকার দিয়েছেন। সারাদেশে বন বিভাগ, বিভিন্ন সরকারী-বেসরকারী সংস্থা, স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন সড়ক, রেলপথ, বাঁধ, সংযোগ সড়ক ও খালের ধারে, প্রতিষ্ঠানের অঙ্গন, পতিত ও প্রান্তিক ভূমি, বসতবাড়ী এবং ক্ষয়িষ্ণু বন এলাকায় স্থানীয় জনগণকে সম্পৃক্ত করে সামাজিক বনায়ণ কর্মসূচী বাস্তবায়ন করছেন। আমি আশা করব স্থানীয় জনগণ এ সকল বৃক্ষরোপণ কর্মসূচীতে স্বতঃস্ফূর্তভাবে অংশ গ্রহণের মাধ্যমে নিজেদের উপকৃত ও দেশকে সমৃদ্ধ করবেন।

অনিয়ন্ত্রিতভাবে বন সম্পদ আহরণ ও ব্যবহারের ফলে অনেক মূল্যবান গাছের প্রজাতি বিলুপ্ত হয়ে যাচ্ছে যা অন্য কোন উদ্ভিদ প্রজাতি দিয়ে স্থান পূরণ করা সম্ভব নহে। বেশীর ভাগ গাছ-গাছড়া বিলুপ্ত হয়েছে আমাদের অজ্ঞতা, অবহেলা, অসাবধানতা ও মুর্খতার কারণে। বিরল ও বিপদাপন্ন গাছের প্রজাতি সমূহ রক্ষার জন্য আমাদের অধিকতর গুরুত্ব প্রদান করতে হবে।

যে সকল জায়গায় কৃষি ফসল করা যায় না, সে সব জায়গা আমরা গাছ লাগিয়ে উৎপাদনের আওতায় আনতে পারি। বর্ষা মৌসুমে গাছ লাগানোর উপযুক্ত সময়। এ সময়কে যথাসম্ভব কাজে লাগিয়ে বৃক্ষরোপণে সবাই এগিয়ে আসবেন বলে আশা রাখি।

বৃক্ষরোপণ কার্যক্রম সরকারের একার পক্ষে সফল করা সম্ভব নয়। সকলের সহযোগীতা ও অংশগ্রহণে বৃক্ষরোপণ অভিযানকে অর্থবহ করে তুলতে হবে।

বৃক্ষরোপণ অভিযানকে স্বার্থক করার জন্য আমাদেরকে অবশ্যই উন্নতমানের, রোগমুক্ত, অধিক ফলনশীল বনজ ও ফলজ গাছ লাগাতে হবে।

আসুন আমরা খালি জায়গায় গাছ লাগিয়ে অর্থনৈতিকভাবে লাভবান হই এবং একটি আবাসযোগ্য সুন্দর বাংলাদেশ গড়ি।

পরিশেষে এ বছরের বৃক্ষরোপণ অভিযানের সাফল্য কামনা করছি এবং সংশ্লিষ্ট সবাইকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানাচ্ছি।

আহবাব আহমদ
সচিব
পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

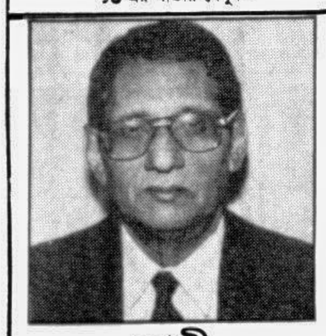

বাণী

দেশের বৃক্ষ সম্পদ বাড়ানোর জন্য সরকার নিরলস ভাবে কাজ করে যাচ্ছে। সমগ্র দেশব্যাপী বিভিন বনায়ণ প্রকল্প বাস্তবায়িত হচ্ছে। সামাজিক বনায়ণের আওতায় জনগণের সহযোগিতা ও অংশীদারিত্বের ভিত্তিতে সামাজিক বনায়ণ করা হচ্ছে।

প্রাকৃতিক ভারসাম্য রক্ষায় ব্যাপক বৃক্ষরোপণ ও বনায়ণ একান্ত অপরিহার্য। তাছাড়া রোপিত গাছ ও ফলমূল বিক্রয় করে আর্থিকভাবে লাভবান হওয়া যায়। ব্যাংকে টাকা রাখলে যে লাভ হয় একই সময়ে ঐ টাকা দিয়ে বৃক্ষরোপণ করলে অনেক বেশী লাভ হয়ে থাকে। অর্থাৎ আজকের চারা গাছ আগামী দিনের সম্পদ। তাই ব্যক্তিগত উদ্যোগে যথাসম্পদ বৃক্ষরোপণ করে প্রাকৃতিক পরিবেশ সংরক্ষণে শরীক হওয়া সহ অর্থনৈতিকভাবে লাভবান হওয়া যায়। চারা উৎপাদন ও বিপণন বর্তমানে লাভবান ব্যবসায় পরিণত হয়েছে।

আজ গ্রামেগঞ্জে গাছপালা কমে যাওয়ায় বন্যপ্রাণীর সংখ্যাও কমে গেছে। উপযুক্ত আবাসের অভাবে অনেক বন্যপ্রাণী গ্রামাঞ্চল হতে বিলুপ্ত হয়ে গেছে। অথচ পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষায় বন্যপ্রাণী আমাদের দরকার তাই আমরা গ্রামাঞ্চলে ব্যাপকহারে গাছ লাগিয়ে বন্যপ্রাণীর আবাস সৃষ্টি করতে পারি।

উপকূলীয় অঞ্চলে বৃক্ষরোপণের মাধ্যমে সামুদ্রিক ঝড় ও জলোচ্ছ্বাসের মত মারাত্মক প্রাকৃতিক দুর্যোগের হাত হতে জীবন ও সম্পদ রক্ষা করা যায়। দেশের উত্তরাঞ্চলে মরুকরণ রোধে ব্যাপক হারে গাছ লাগানো দরকার।

আমাদেরকে অবশ্যই উন্নত মানের রোগমুক্ত অধিক ফলনশীল গাছ লাগাতে হবে। দেশের সর্বত্র থানা পর্যন্ত বন বিভাগের নার্সারী আছে। এ সব নার্সারী হতে ভাল চারা স্বল্প মূল্যে সংগ্রহ করে বনায়ণ করা যেতে পারে। তাছাড়া বৃক্ষরোপণে যে কোন ধরনের কারিগরী জ্ঞান ও পরামর্শ দেয়া হয়।

তাই আসুন বেশী করে গাছ লাগিয়ে পরিবেশ রক্ষায় শরীক হই নিজে বাঁচি অপরকে বাঁচাতে সহায়তা করি অর্থনৈতিকভাবে লাভবান হই এবং ভবিষ্যত প্রজন্মের জন্য একটি সুন্দর আবাসযোগ্য পৃথিবী গড়তে সহায়তা করি।

বৃক্ষরোপণ অভিযান স্বার্থক ও সফল হউক এই কামনা করছি। বৃক্ষরোপণ অভিযানের সাথে সম্পৃক্ত সকল কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের জানাই আন্তরিক অভিনন্দন।

ডঃ শামসুর রহমান
প্রধান বন সংরক্ষক
বন অধিদপ্তর
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

সৌজন্যেঃ- অগ্রণী ব্যাংক
জনতা ব্যাংক
সোনালী ব্যাংক